ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে সহায়ক সেবা

ইউনিট ৯

ভূমিকা

জনি দিনাজপুরের পল্লীবিদ্যুত এলাকা হতে কাগজের সন্ধানে ৭ বছরের পূর্বে পাবনার চাটমোহর এলাকায় এসেছিল। আদিবাসী ছেলে-বয়স মাত্র ১৪; অল্প মজুরিতেই সে একটি ভাল পরিবারে কাজ খুঁজে নিয়েছিল। ছোটবেলা থেকে সে তার বাবার কাছে বাঁশ-বেত দিয়ে নানা ধরনের দৃষ্টিনন্দন ব্যবহার্য পণ্য প্রস্তুত করা শিখেছিল। সে কাজের অবসরে শখের বসেই বাঁশ-বেত দিয়ে এগুলো তৈরি করতো। একদিন হঠাৎ করে এক ভদ্রলোক তাকে পরামর্শ দিল যে সে এগুলো স্থানীয় বাজারে বিক্রির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও বিক্রি করে প্রচুর আয় করতে পারবে। তাই জনি তার হাতের তৈরি পণ্যের উৎপাদন এবং বিপণনের পরামর্শ পেতে স্থানীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প অফিসে যোগাযোগ করল। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার সহায়তায় এখন সে বিদেশে তার হস্তজাত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। তার ছোট এই শিল্পে বর্তমানে ১০ জন কর্মী হস্তজাত পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত।

এই ইউনিটে আমরা ব্যবসায়ে সহায়ক সেবার বিভিন্ন দিক; যেমন-ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৯.১ : ব্যবসায়ে সহায়ক সেবার ধারণা, ধরন ও উৎস
পাঠ- ৯.২ : বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) থেকে প্রাপ্ত সহায়তা
পাঠ- ৯.৩ : বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে প্রাপ্ত সহায়তা
পাঠ- ৯.৪ : এস এম ই ফাউন্ডেশন থেকে প্রাপ্ত সহায়তা
পাঠ- ৯.৫ : বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা
পাঠ- ৯.৬ : শিল্প ও বণিক সমিতি থেকে প্রাপ্ত সহায়তা
পাঠ- ৯.৭ : বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সংঘ (বিজিএমইএ) থেকে প্রাপ্ত সহায়তা
পাঠ- ৯.৮ : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত সহায়তা
পাঠ- ৯.৯ : ব্যবসায়ে সহায়তাদানকারী আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা।

পাঠ-৯.১ ব্যবসায়ে সহায়ক সেবার ধারণা, ধরন ও উৎস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায়ে সহায়ক সেবার ধারণা বলতে পারবেন।
- ব্যবসায়ে সহায়ক সেবার ধরন ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ে সহায়ক সেবার উৎস চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	উদ্দীপনামূলক সেবা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা অধিদপ্তর, সমর্থনমূলক সেবা, কর্মসংস্থান ব্যাংক, সংরক্ষণমূলক সেবা।

ব্যবসায়ে সহায়ক সেবার ধারণা

করিম ৮ম শ্রেণী পাস করে আর লেখাপড়া করতে পারেনি। কী করবে যখন ভাবছিল তখন তার এক বড় ভাই তাকে জানাল যে, যুবক ও যুব মহিলাদের সরকার নানান বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন কাজ শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়। সে হাঁস-মুরগী পালনের ওপর প্রশিক্ষণ নিলো এবং বাড়ির পাশের ছোট জায়গায় খামার গড়ার কথা ভাবলো। কিন্তু টাকার প্রয়োজন। আত্মকর্মসংস্থান ব্যাংক ঋণ দিল। ফার্ম গড়ার পর মুরগীর নিয়মিত টীকা দেয়ার জন্য সে স্থানীয় একটা এনজিওএর সাথে যোগাযোগ করে তারও ব্যবস্থা করলো। এখন জনাব করিমের ফার্ম ভালই চলছে। এক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও এনজিও প্রতিষ্ঠান সবাই তার ব্যবসায় সহায়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। যাদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে করিমের পক্ষে এই ফার্ম গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না।

সহায়ক সেবার ধরন

অর্থনীতির চাকা গতিশীল রাখার জন্য যে কোন দেশেরই শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আর এই শিল্প বা ব্যবসায় বাণিজ্য কোন ব্যক্তি একা কখনোই সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে সহায়তা করে সেই উদ্যোগকে সহায়তা করে থাকে। শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনাগত বিভিন্ন সহায়তাকেই সহায়ক সেবা বলা হয়। দেশের শিল্প বাণিজ্যে দৃশ্যমান সেবার প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী সহায়ক সেবাকে ৩ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

১। **উদ্দীপনামূলক সেবা:** একজন সম্ভাব্য উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী করতে ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে যে সকল সেবা সুবিধার প্রয়োজন হয় তাকে উদ্দীপনামূলক সেবা বলে। উদ্দীপনামূলক সহায়তা বলতে বুঝায় বিভিন্ন প্রকার অনুপ্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিতকরণ, শিল্প স্থাপনে সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার, কারিগরি ও অর্থনৈতিক তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ দানকে বোঝায়।

২। **সমর্থনমূলক সেবা:** একজন উদ্যোক্তা ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী হওয়ার পর বাস্ড়বে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনায় যে ধরনের সেবা সহায়তার প্রয়োজন হয় তাকে সমর্থনমূলক সহায়তা বলে। সমর্থনমূলক সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তা শিল্প স্থাপন, পরিচালনা, সম্পদ ব্যবহার ও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধীকরণ, পুঁজির সংস্থান, অবকাঠামোগত সহায়তা, কর অবকাশ, ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি উলে- খযোগ্য সমর্থনমূলক সহায়তা।

৩। **সংরক্ষণমূলক সেবা:** ব্যবসায় পরিচালনায় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ধরে রাখার জন্য যে ধরনের সেবার প্রয়োজন হয় তাকে সংরক্ষণমূলক সেবা বলে। অন্যদিকে সংরক্ষণমূলক সহায়তার মাধ্যমে ব্যবসায়ের কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্প্রসারণের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা হয়।

সহায়ক সেবার উৎসসমূহ

ব্যবসায় করার সময় বিভিন্ন সহায়ক সেবার প্রয়োজন হয়। নিম্নে এর উৎসসমূহ তুলে ধরা হলঃ

১. **বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা:** বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের প্রধান সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। এ সংস্থার প্রধান কাজ হলো এ জাতীয় শিল্পখাতের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগে পরামর্শদান।

২. **বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড:** বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল) সম্পূর্ন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি উন্নয়ন ব্যাংক। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা একত্রিত হয়ে ৩রা জানুয়ারী ২০১০ সাল হতে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড নামে নতুন করে কার্যক্রম শুর" করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ছাড়াও বিডিবিএল সরকারি ও বেসরকারি শিল্পে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৩. **বাণিজ্যিক ব্যাংক:** দেশের চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক) এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সারা দেশে বিরাজমান তাদের শাখাগুলোর মাধ্যমে শিল্প ও ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের আর্থিক সেবা প্রদান করে

আসছে। ব্যবসায় বা প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী ঋণসীমা সর্বনিম্ন ৫০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা। ঋণের মেয়াদ ব্যবসায় বা প্রকল্পের উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। তবে চলতি মূলধনের ক্ষেত্রে ১ বৎসর এবং মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ৩-৭ বছর পর্যন্ড় বিবেচিত হয়।

৪. **বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা সংস্থা:** দেশের শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থাটি প্রদত্ত সহায়তাগুলো হলো কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, নতুন ডিজাইন ও যন্ত্রপাতির সাথে পরিচিত করানো ও যন্ত্রপাতি স্থাপনে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে উপদেশ প্রদান। চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে বিটাক তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কেন্দ্রগুলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর ও খুলনায় অবস্থিত।

৫. **বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ:** জাতীয় শিল্পোয়নে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি বিষয়ক সমস্যাবলির উপর গবেষণা করা, গবেষণায় উৎসাহিত করা ও গবেষণা পরিচালনায় পরামর্শ প্রদান করা এ পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৬. **যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর:** যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবক ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নানা ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। প্রশিক্ষণের সাথে সাথে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের স্বল্প সুদে প্রারম্ভিক পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থাও করে থাকে।

৭. **মহিলা অধিদপ্তর:** শহর ও গ্রামের মহিলাদের সৃজনশীলতার বিকাশ, আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলা অধিদপ্তর নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৮. **বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা:** উদ্যোক্তা উন্নয়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ সংস্থাগুলো মূলত গ্রামীণ বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্তদের উদ্যোগী হবার ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। বাংলাদেশে অসংখ্য এনজিওর মধ্যে ব্যাংক-এর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুর"ত্বপূর্ণ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার গ্রামীন বাজারে ছোট দোকানগুলিতে যে ধরনের সহায়ক সেবা পরিলক্ষিত হয় তা তালিকাভুক্ত করুন।

সারসংক্ষেপ

- ৩রা জানুয়ারী ২০১০ সাল হতে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড কার্যক্রম শুর" করে।
- ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- বিটাক চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের কী প্রয়োজন হয়?

ক) ঝুঁকি খ) শ্রমিক

গ) মূলধন ঘ) সহায়তা

পাঠ-৯.২ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বিসিক থেকে প্রাপ্ত সহায়তা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শিল্প স্থাপনে বিসিকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ঋণ প্রদান, পরামর্শ প্রদান, প্রকল্প নির্বাচন, অবকাঠামোগত সহায়তা।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (বিসিক) থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্ড়ান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্টের এক অধ্যাদেশ বলে পূর্ব পাকিস্ড়ান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের সব ধরনের সম্পদ ও দায় নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা। বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সহায়তাদানকারি একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো বিসিক। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নে বিসিক বিভিন্নভাবে সহায়তা দান করে। নিম্নে বিসিক থেকে প্রাপ্ত সহায়তা উলে- খ করা হলোঃ-

১. **ঋণ প্রদানে সহায়তাঃ** বিসিক সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য নতুন উদ্যোক্তাগণকে ঋণ প্রদানে সহায়তা করে থাকে। বিসিক নিজস্ব তহবিল থেকে উদ্যোক্তাগণকে শিল্প স্থাপনের জন্য এই ঋণ প্রদান করে থাকে।

২. **প্রমোশনাল সহায়তাঃ** বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে ও সম্প্রসারণে এই শিল্পের সাথে সংশি- ষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে। এ কর্মসূচিগুলো বিভিন্নভাবে শিল্প বিকাশে সহায়তা করছে। এ প্রমোশনাল সহায়তার মধ্যে রয়েছে- মহিলা কর্মসূচি, মৌমাছি পালন কর্মসূচি, গ্রামীণ অর্থনীতি তেজীকরন কর্মসূচি, দারিদ্য বিমোচন কর্মসূচি ইত্যাদি।

৩. **পরামর্শমূলক সহায়তাঃ** বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশি- ষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান করে। কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ব্যবস্থাপকীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু আছে। ঢাকার উত্তরায় বিসিক এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে।

৪. **প্রযুক্তিগত সহায়তাঃ** বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে থাকে। যেমন- প্রযুক্তি আমদানি বা আহরন, প্রযুক্তি স্থানান্ড়র, লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

৫. **দিক নির্দেশনামূলক সহায়তাঃ** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে আইনগত বাধ্যবাধকতা পালনে উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র ব্যবাসয়ীদের বিসিক দিক নির্দেশনামূলক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৬. **অবকাঠামোগত সহায়তাঃ** দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিসিক বিভিন্ন অবকাঠামোগত সহায়তা করে থাকেন। যেমন- বিসিক শিল্প নগরীর জন্য স্থান নির্বাচন, সম্ভাব্য উদ্যোক্তগনের মধ্যে প- ট বিতরণ, প্রকল্প নির্বাচন, শিল্প নগরীর উন্নয়ন ইত্যাদি।

৭. **ব্যবস্থাপনাগত সহায়তাঃ** প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। বিসিক ব্যবসায় কার্যক্রমে ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৮. **আইনগত সহায়তাঃ** ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনের বাধ্যবাধকতা পালন করতে হয়। বিসিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে নানাবিধ আইনগত সেবা প্রদান করে থাকে।

৯. উদ্যোক্তা উন্নয়ন সহায়তা: বিসিক উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে। উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য তারা পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও উপদেশ দিয়ে থাকে।

১০. তথ্যগত সহায়তা: ব্যবসায় সম্প্রসারণে ও উন্নয়নে তথ্যের ভূমিকা অনেক। বিসিক সঠিক ও নির্ভুল তথ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করে থাকে।

অতএব, আমরা দেখতে পাই বিসিক একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা হিসেবে এদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য নানাবিধ সহায়তা করে আসছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কুটির শিল্পের গুরুত্ব ৫টি বাক্যে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্ড়ান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (ইপসিক) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- বিসিক হতে আইনগত সহায়তা, প্রশিক্ষণ সহায়তা, ঋণ সহায়তা, প্রযুক্তিগত সহায়তা, দিক নির্দেশনামূলক সহায়তা, অবকাঠামোগত সহায়তা ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বর্তমানে কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়?
ক) যোগাযোগ খ) শ্রম
গ) শিল্প ঘ) সংস্থাপন

২। দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্প্রসারণে কোন্ প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে?
ক) বিসিক খ) ইপসিক
গ) ডিসিসিআই ঘ) এফবিসিসিআই

পাঠ-৯.৩ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায় পরিচালনায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহায়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	অনলাইন ব্যাংকিং, ডেবিট কার্ড, পরামর্শমূলক সহায়তা, ক্রেডিট কার্ড, প্রত্যয়নপত্র।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

যদিও বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। তথাপি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তথা শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে। বাংলাদেশে ব্যবসায়রত সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিল্প কারখানা স্থাপন ও বাণিজ্য সম্প্রসারণে অবদান রাখছে। নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর থেকে প্রাপ্ত সহায়তা আলোচনা করা হলো:

১. **আর্থিক সহায়তা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সরাসরি ব্যবসায়ীদের বা উদ্যোক্তাগণকে মধ্য মেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। অধিকাংশ শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করে।

২. **কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা:** বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদী ঋণ দানের ফলে দেশে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।

৩. **ঋণ-আমানত সৃষ্টিতে সহায়তা:** ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ আমানত সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ অর্থ ও ঋণ আমানতের বিনিয়োগ ও ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

৪. **মূলধন গঠনে সহায়তা :** বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের ব্যবসায় কার্যক্রম সম্প্রসারণে, মূলধন গঠনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পড়ে থাকা অর্থ আমানতের মাধ্যমে সংগ্রহ করে মূলধন গঠনে পরোক্ষ ভূমিকা রাখে।

৫. **পরামর্শমূলক সহায়তা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অনেক সময় বিনিয়োগকারিগণকে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ ক্ষেত্রে পরামর্শকের ভূমিকা পালন করে। কোথায় বিনিয়োগ করলে যথেষ্ট পরিমাণে রিটার্ন আসতে পারে বা বিনিয়োজিত অর্থের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেতে পারে সে সম্পর্কে উপদেশ দান করে মূলধনের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে।

৬. **বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরাসরি সহায়তা প্রদান করে। যেমন-প্রত্যয়পত্র খোলা, লেনদেন পরিশোধ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধান করে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি পায়।

৭. **ব্যবসায় লেনদেন পরিশোধে সহায়তা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় পাওনা পরিশোধে সহায়তা করে। এরূপ সহায়তার মধ্যে রয়েছে- অনলাইন ব্যাংকিং সেবা, ডেবিট কার্ড সেবা, ক্রেডিট কার্ড সেবা ইত্যাদি।

৮. **আভ্যন্ড়রীণ বাণিজ্যে সহায়তা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বৈদেশিক বাণিজ্যের পাশাপাশি অভ্যন্ড়রীণ বাণিজ্যেও সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৯. **অর্থ স্থানান্ড়রে সহায়তা :** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ীদের অর্থ স্থানান্ড়রে সহায়তা করে। এরূপ সহায়তার মধ্যে রয়েছে-ই-ব্যাংকিং সেবা, বিকাশ সেবা ইত্যাদি।

১০. **অন্যান্য সহায়তাঃ** ব্যাংকিং, ব্যবসায়ের মান উন্নয়নের মাধ্যমেও শিল্পের বিকাশ ঘটানো, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন, কোম্পানির শেয়ার সিকিউরিটি বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যাদি অন্যান্য সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার একটি ধান মাড়াই কলে ব্যাংক প্রদত্ত সহায়ক সেবার ধরনটি বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- প্রত্যয়পত্র খোলা, লেনদেন পরিশোধ প্রভৃতি বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তার মধ্যে অন্যতম।
- অনলাইন ব্যাংকিং সেবা, ব্যাংকিং সেবা, বিকাশ সেবা প্রভৃতি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম জনপ্রিয় সেবা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দেশে কয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে?
ক) ২টি খ) ৪টি
গ) ৮টি ঘ) ১২টি

২। বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন্‌টি?
ক) জনতা খ) সোনালী
গ) অগ্রণী ঘ) রূপালী

৩। উদ্যোক্তাকে ঋণ পেতে হলে কেমন হতে হবে?
i) সুস্থ ii) শিক্ষিত
iii) দেউলিয়া
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ব্যবসায়ে যে সকল সহায়তা দেয়–
i) চলতি মূলধন সরবরাহ ii) SME ঋণ বিতরণ
iii) বিভিন্ন ব্যবসায় প্রকল্প অনুমোদন
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৪ এস এম ই ফাউন্ডেশন থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- এসএমই ফাউন্ডেশন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে কী ধরনের সহায়তা পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	এসএমই ফাউন্ডেশন, গবেষণা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, সম্মেলন

এস এম ই ফাউন্ডেশন থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

SME এর পূর্ণরূপ হলো Small & Medium Enterprise । এটি ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহায়তা দানকারি সংস্থা। এসএমই ফাউন্ডেশন আমাদের দেশে বলবৎযোগ্য কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীন ২০০৬ সালের ২৬ নভেম্বর নিবন্ধন লাভ করে। অবশ্য এর আগেই ২০০৬ সালের ১২ নভেম্বর শিল্প মন্ত্রণালয় এস.এম.ই ফাউন্ডেশন নিবন্ধনভূক্তকৃত করে। SME প্রতিষ্ঠার সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির তারিখ হলো ৩০ মে ২০০৭। এটি অমুনাফাভোগি ও স্বাধীন সংস্থা। উন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এসএমইকে চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একথা আরো সত্য যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ছাড়া এদেশে দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব নয়। ফাউন্ডেশন সার্বিক পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার থেকে প্রাপ্ত ৩০০ কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রেখে তা থেকে অর্জিত মুনাফা ব্যবহার করে ফাউন্ডেশন এসএমই উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম ও কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

১। দক্ষতা উন্নয়নগত সহায়তা : সরকার কর্তৃক গৃহীত এসএমই নীতিমালা ও কৌশল বাস্ড়বায়ন এবং দক্ষতা উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন সহায়তা করে থাকে ।

২। প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তা : প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে এসএমই ফাউন্ডেশন প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তা দিয়ে থাকে।

৩। আন্ড়র্জাতিক মান অর্জনে সহায়তা : পণ্যের মানোন্নয়ন ও কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন ডিজাইন ও প্যাকেজিং এর উন্নতমান বজায় রাখা এবং মান বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে পরামর্শ দান করে থাকে ।

৪। পলিসি এ্যাডভোকেসিতে সহায়তা : পলিসি এ্যাডভোকেসি ও গবেষণা কাজের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনায় সহায়তা দান ও এসএমই বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে এসএমই ফাউন্ডেশন কাজ করে থাকে।

৫। ব্যবসায়ে তথ্য প্রদানে সহায়তা : ব্যবসায়িক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে দেশের উদ্যোক্তদের বিভিন্ন ব্যবসায় সহায়ক তথ্য প্রদান করে থাকে।

৬। ঋণগত সহায়তা : এসএমই খাতে সহজশর্তে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন করছে।

৭। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নগত সহায়তা : নারী উদ্যোক্তার উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি ও সংগঠন যেমন- উইম্যান চেম্বার/ট্রেড বডিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে ব্যাংকার উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি, নারী উদ্যোক্তা বিষয়ক গবেষণা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও সম্মেলন আয়োজন করে থাকে।

৮। উদ্যোগ গ্রহণগত সহায়তা : ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রযুক্তি নির্ভর ও কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণের সাথে জড়িত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বোচ্চ ৯% সুদে এ কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে উদ্যোক্তাদের সহায়তা দান করছে।

৯। তথ্য প্রদানগত সহায়তা : এসএমই ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে এসএমই এবং সংশি- ষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যে নিয়মিত প্রয়োজনীয় তথ্য- উপাত্ত সরবরাহ।

১০। প্রশিক্ষণগত সহায়তা : ক্যাপাসিটি বিল্ডিং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা যেমন- উদ্যোক্তা উন্নয়ন, এসএমই ক্লাস্টার ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	একজন তরুন উদ্যোক্তা রেষ্টুরেন্ট ব্যবসা চালু করতে চায়। সেজন্য তার কী কী সহায়তা প্রয়োজন – ১০টি বাক্যে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীন ২০০৬ সালের ২৬ নভেম্বর এসএমই ফাউন্ডেশন নিবন্ধন লাভ করে।
- SME প্রতিষ্ঠার সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির তারিখ হলো ৩০ মে ২০০৭।
- এসএমই ফাউন্ডেশন একটি অমুনাফাভোগি ও স্বাধীন সংস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। SME এর পূর্ণ রূপ কী?

ক) Small and Media Enterprise
খ) Small and Multimedia Enterppises
গ) Small and Medium Enterprise
ঘ) Small and Minor Enterprise

পাঠ-৯.৫ বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বেসরকারি সংস্থার ধারণা ব্যাখ্যা বলতে পারবেন।
- বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ব্র্যাক, আশা, তাঁত শিল্প, দারিদ্র বিমোচন

বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা Non Government Organigation (এনজিও) দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের কার্যক্রম শুর করে। বিশেষ করে দারিদ্র বিমোচন, প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ, স্যানেটারি ও আবাসন প্রভৃতিকে সামনে রেখে এনজিওগুলো কাজ করতে থাকে। বর্তমানে অনেক এনজিও বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ সকল এনজিও এর মধ্যে ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, উদ্দীপন, জাগরনী চক্র প্রভৃতি প্রধান। বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরন কর্মসূচি দ্বারা যে সকল শিল্পে সহায়তা করে সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. **তাঁত শিল্পের উন্নয়নে সহায়তাঃ** তাঁত শিল্প বাংলাদেশের প্রধান কুটির শিল্পের মধ্যে অন্যতম। তাঁত শিল্পীরা তাদের বাণিজ্যের প্রসারে বেসরকারি সংস্থা থেকে সহায়তা নিয়ে থাকেন।

২. **উৎপাদন কেন্দ্র উন্নয়নে সহায়তাঃ** উৎপাদন প্রশিক্ষণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সার্বিক উৎপাদন কেন্দ্র উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

৩. **মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়তাঃ** মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থা বর্তমানে আলাদা হেল্প ডেস্ক খুলে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

৪. **হ্যাচারি ও মৎস্য শিল্প উন্নয়নে সহায়তাঃ** হ্যাচারী ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে কিছু আঞ্চলিক বেসরকারি সংস্থা অঞ্চলভিত্তিক সহায়তা করে আসছে।

৫. **বাঁশ ও বেত শিল্পে সহায়তাঃ** বাঁশ ও বেত শিল্পের উন্নয়নে বাঁশ ও বেতের চাষাবাদসহ কৃষকরা বিবিধ কাজে বেসরকারি সংস্থা থেকে সহায়তা নিয়ে থাকে।

৬. **হস্ড়শিল্পে সহায়তাঃ** আশা ও প্রশিকা থেকে গ্রামীণ নারীরা হস্ড়শিল্পের নানা কাজে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে এবং এসব সংস্থা তাদের সহায়তা দিয়ে থাকে।

৭. **কাঠ ও আসবাবপত্র শিল্পে সহায়তাঃ** কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি প্রশিক্ষণসহ, কাঠ ও আসবাবপত্র শিল্পের নানা উন্নয়নে সহায়তা পাওয়া যায় বেসরকারি সংস্থা থেকে।

৮. **নার্সারী শিল্প সম্প্রসারনে সহায়তাঃ** গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে নার্সারীকরণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং এই শিল্প সম্প্রসারণে বেসরকারি সংস্থা সহায়তা করে থাকে।

৯. **ক্ষুদ্র ব্যবসায় সংগঠনে সহায়তাঃ** ক্ষুদ্র ব্যবসায় গঠন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে অর্থায়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসায় উন্নয়ন ইত্যাদি কাজে বেসরকারি সংস্থা গুর ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১০. **বনায়ন শিল্প সম্প্রসারণে সহায়তাঃ** বনায়ন শিল্প সম্প্রসারণ, সামাজিক বনায়নে সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কাজে বেসরকারি সংস্থা থেকে সহায়তা পাওয়া যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	পাট চাষীদের বেসকারী সংস্থা কিভাবে সহায়ক সেবা প্রদান করে বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

- ১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশ বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি সংস্থা হচ্ছে ব্র্যাক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ এনজিও প্রতিষ্ঠান কোন্‌টি?

ক) গ্রামীণ ব্যাংক খ) ব্র্যাক

গ) আশা ঘ) প্রশিকা

পাঠ-৯.৬ শিল্প ও বণিক সমিতি থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিল্প ও বণিক সমিতি এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিল্প ও বণিক সমিতি কর্তৃক সহায়তার ধরন বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশে- ষণ, তথ্য সরবরাহ, প্রতিনিধিত্বমূলক সহায়তা।

শিল্প ও বণিক সমিতি থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

কোনো একটি অঞ্চল বা দেশের ব্যবসায়ী শিল্পপতিগণ নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য যে সমিতি/সংঘ গঠন করে তাকে বণিক সভা বলা হয়। বণিক সভা কোনো দেশ, অঞ্চল বা শহরের শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তাদানকারি একটি অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এই সমিতি/সংঘ পারস্পরিক তথ্য বিনিময়, বাজার, গবেষণা, বাজার বিশে- ষণ, আর্থিক কল্যাণ সাধন প্রভৃতিকে লক্ষ্য রেখে কার্যাবলী সম্পাদন করে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহর ও শিল্প অঞ্চলে বণিক সভা রয়েছে। যেমন-ঢাকা চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, নারায়নগঞ্জ চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, খুলনা চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, রাজশাহী চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি প্রভৃতি। এসকল আঞ্চলিক সংঘগুলো একত্রিত হয়ে কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল সংঘ গঠন করতে পারে। বাংলাদেশে এ ধরনের কেন্দ্রীয় সংঘের নাম হচ্ছে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি বা FBCCI.

দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়ন এবং সদস্যদের স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে বণিক সভা ব্যবসায়ী সহায়ক ঐক্য সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে। শিল্প ও বণিক সমিতির সহায়তা নিম্নরূপ:

১। তথ্য সংগ্রহ, বিশে- ষণ ও সরবরাহ: বণিক সভার অন্যতম কাজ হচ্ছে ব্যবসায়-বাণিজ্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, বিশে- ষণ ও সরবরাহ করা। বণিক সভা সদস্যদের মধ্যে আন্ড়র্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক তথ্য এবং দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ড় ব্যাপারে সরকারি নোটিশ, সার্কুলার ও পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহ করে তা সরবরাহ করে।

২। মধ্যস্থতা করা: সদস্যদের মধ্যে অভ্যন্ড়রীন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনজনিত কোনো মতবিরোধ সৃষ্টি হলে বণিক সভা মধ্যস্থতা করে তা মীমাংসা বা নিস্পত্তি করে থাকে। ফলে সদস্যদের মধ্যে লেনদেন নিয়ে বিরোধ না হয়ে বরং সমঝোতা ও সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়।

৩। পরামর্শমূলক কাজ: ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক বিভিন্ন ব্যাপারে বণিক সভা সদস্যদের পরামর্শ দিয়ে থাকে। তাছাড়া দেশের সরকারকে শিল্প ও বাণিজ্যনীতি, শুল্ক ও কর নীতির ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে।

৪। প্রতিনিধিত্ব করা: সদস্যদের স্বার্থ সংশি- ষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বণিক সভা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। বণিক সভা সদস্যদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারের নিকট বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পেশ করে এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা আদায় করে। তাছাড়া বণিক সভা বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য অনেক সময় বিদেশে সরকারের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

৫। সরকারের সাথে দরকষাকষি: সদস্যদের সাধারণ স্বার্থ ক্ষুন্ন কিংবা দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টিকারী কোনো আইন প্রণীত হলে সে ব্যাপারে বণিক সভা সরকারের সাথে দরকষাকষি ও তা সংশোধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে।

৬। স্বার্থ-সংরক্ষণে সহায়তা: সদস্যগনের স্বার্থ-সংরক্ষণই বণিক সভার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ সংগঠন সরকারের নিকট সদস্যদের স্বার্থ সংশি-ষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত দাবি দাওয়া উপস্থাপন করে এবং তা আদায়ের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

৭। ব্যবসায় পরিবেশ সৃষ্টিও বজায় রাখতে সহায়তা: বণিক সভার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দেশের অভ্যন্ড়রে ব্যবসায় পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখা। যেহেতু উত্তম ব্যবসায় পরিবেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। সেহেতু সুষ্ঠু ব্যবসায় পরিবেশ বজায় রাখতে বণিক সভা সহযোগিতা প্রদান করে।

৮। আইন প্রণয়নে সহায়তা: বণিক সভা দেশের শিল্প ও বাণিজ্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সরকারকে ব্যবসায়ের জন্য অনূকুল নীতি, বিধি-বিধান ও আইন প্রণয়নে সহায়তা দান করে।

৯। চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা: বণিক সভা ব্যবসায় সংক্রান্ড় চুক্তি সম্পাদনে সদস্যবৃন্দকে সহায়তা প্রদান করে। অনেক ক্ষেত্রে এই সংগঠন সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিদেশি বাণিজ্য সংস্থা বা অন্য কোনো সংগঠনের ব্যবসায় চুক্তি সম্পাদন করে।

১০। পণ্য প্রদর্শনীতে সহায়তাঃ বণিক সভা সদস্যবৃন্দের উৎপাদিত পণ্যের দেশি ও বিদেশি বাজারে পরিচিতিকরণের জন্য মেলা বা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে।

সুতরাং বণিক সভা সদস্য, দেশের জাতির কল্যাণে নানাবিধ সহায়তা প্রদান করে আসছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্প বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও আন্ড়র্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে বণিক সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ব্যবসায় সফলভাবে পরিচালনায় শিল্প ও বনিক সমিতির ভূমিকা ৫টি লাইনে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- দেশের ব্যবসায়ী, শিল্পপতিগণ নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য যে সমিতি/সংঘ গঠন করে তাকে বণিক সভা বলা হয়।
- সরকারের সাথে দরকষাকষি বণিক সভা থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতার মধ্যে অন্যতম।
- বণিক সভা দেশি ও বিদেশি বাজারে পণ্য প্রদর্শনীতে সহায়তা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শিল্প ও বণিক সভার কাজ কোন্‌টি?

ক) ঋণদান
খ) যন্ত্রপাতি সরবরাহ
গ) পরামর্শ প্রদান
ঘ) রাজনৈতিক সুবিধা প্রদান

পাঠ-৯.৭ বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সংঘ (বিজিএমইএ) থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিজিএমইএ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবসায় করার ক্ষেত্রে এর সহায়তার ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	আইনগত সহায়তা, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সেবায় সহায়তা।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সংঘ (বিজিএমইএ) থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সংঘ তৈরি পোশাক শিল্পের মালিক ও রপ্তানিকারকদের একটি ব্যবসায় সংঘ। ১৯৮৩ সালে বিজিএমইএ তার যাত্রা শুর" করে। তৈরি পোশাক শিল্প যা বাংলাদেশের অর্থনীতির মের"দন্ড তার উন্নয়ন ও মালিক এবং রপ্তানিকারকদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য সরকারের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে এই সংগঠনটি। বিজিএমইএ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। মোট ২৭ জন সদস্য নিয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয় যার মেয়াদ হচ্ছে ২ বছর। চেয়ারম্যান হচ্ছে এ পর্ষদের সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ। চারজন ভাইস চেয়ারম্যান ও একজন সচিব গুর"ত্বপূর্ণ নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নে চেয়ারম্যানকে সহযোগিতা করে। নিচে বিজিএমইএ থেকে প্রাপ্ত সহায়তা উলে- খ করা হলো:

১। আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগে সহায়তা: বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা যেমন-আইএফসি, এসইডিএফ প্রভৃতি সংস্থার সাথে যোগাযোগে সহায়তা করে থাকে।

২। তৈরি পোশাকের বাজার সংরক্ষণে সহায়তা: তৈরি পোশাকের বাজার সংরক্ষণ ও সৃষ্টিতে বিজিএমইএ বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে। এর মধ্যে- বিদেশী বাজার, বায়ার, ব্যবসায় সংঘ ও অন্যান্য সংস্থার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা অন্যতম।

৩। আইনগত সহায়তা: বিজিএমইএ তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক কর্মীদের আইনসম্মত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে। তাছাড়া সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে সকল ধরনের আইনগত সহায়তা দান করে। পোশাক শিল্পের উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণে সংশি–ষ্ট নীতি, আইন, বিধি-বিধান প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান করে।

৪। তৈরি পোশাকের বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা: তৈরি পোশাকের বাজার সম্প্রসারণেও বিজিএমইএ সহায়তা করে থাকে। এর মধ্যে- আন্তর্জাতিক বাজার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, বিশে-ষণ ও সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরবরাহ করা অন্যতম।

৫। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সহায়তা: বিজিএমইএ পোশাক শিল্পের মান উন্নয়নে সংশি-ষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির দ্বারা সহায়তা করে। তাছাড়া এই শিল্পের বিভিন্ন নীতি, পদ্ধতি, সরকারি সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন ও পরিচালনা করে।

৬। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে সহায়তা: এ দেশের তৈরি পোশাককে আন্তর্জাতিক পরিম"লে তুলে ধরার জন্য আন্তর্জাতিক মেলা বা প্রদর্শনী পরিচালনা করতে সহায়তা করে।

৭। তথ্য ভা"ার স্থাপনে সহায়তা: বিজিএমইএ পোশাক শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ তথ্য ভা"ার তৈরি করছে। বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমিক কর্মীদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ভা"ার সংরক্ষণ ও তা সদস্য প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে তথ্য ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করছে।

৮। পোশাক শিল্পের পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা: তৈরি পোশাক শিল্পের পরিবেশ উন্নয়নে বিজিএমইএ গুর"ত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান এবং যথাযথ ভূমিকা পালন করছে।

৯। স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে সহায়তা: বিশেষভাবে পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক কর্মীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট অবদান রাখছে।

১০। অন্যান্য সহায়তা: এছাড়া শ্রমিক-কর্মীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, শ্রমিক-কর্মীদের জন্য যৌথ বীমা বাধ্যতামূলক করা, শ্রমিক-কর্মীদের পক্ষের মধ্যে যে কোনো ধরনের বিরোধ মীমাংসায় মীমাংসাকারির ভূমিকা পালন করা ইত্যাদি।

অতএব, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের সহায়কমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত আছে এই শিল্পের একমাত্র অভিভাবক বিজিএমইএ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	বনিক সমিতি ও বিজিএমইএ-এর মধ্যে পার্থক্য ৩টি লাইনে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- ১৯৮৩ সালে বিজিএমইএ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- তৈরি পোশাকের বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে বিজিএমইএ বড় ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে।
- বিজিএমইএ পোশাক শিল্পের মান উন্নয়নে সংশি- ষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির দ্বারা সহায়তা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিজিএমইএ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক) ১৯৮৩ খ) ১৯৮৫

গ) ১৯৮৭ ঘ) ১৯৮৯

২। বিজিএইএ'র সদস্য হলো–

i. পোশাক প্রস্তুতকারক ii. পোশাক রপ্তানিকারক iii. পোশাক ক্রেতা

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। BGMEA এর উদ্দেশ্য হলো–

i. রপ্তানিকারকদের বিবাদ মিমাংসায় সাহায্য

ii. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তদারকি করা

iii. পণ্যসামগ্রীর বাজারজাতকরণে সাহায্য

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৮ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবসায় করার ক্ষেত্রে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সহায়তার ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	উদ্দীপনামূলক সহায়তা

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) থেকে প্রাপ্ত সহায়তা:

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ এদেশের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের দায়িত্বে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে এটি গঠিত হয়। শুর"তে প্রতিষ্ঠানটি সম্পুর্ণরূপে সরকারি সংগঠন ছিল। পরবর্তীকালে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হলে ১৯৭৮ সালে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুন:গঠিত করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এ প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর প্রধান কার্যালয় ঢাকার কাওরান বাজারে টিসিবি ভবনে। প্রধান কার্যালয় ছাড়াও আরো তিনটি আঞ্চলিক অফিস আছে। এগুলো যথাক্রমে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে অবস্থিত। ইপিবি এর চারটি শাখা অফিস সিলেট, কুমিল-া, বরিশাল ও বগুড়ায় অবস্থিত। দেশের বাইরে নেদারল্যান্ড, ইতালি প্রভৃতি দেশে বৈদেশিক শাখা আছে।

১। আর্থিক সহায়তা: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা করে থাকে। এজন্য এ সংস্থা রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা প্রকল্প চালু করেছে। ১৯৭৮ সাল থেকে এ সংস্থা এ প্রকল্পের মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের ঋণ সুবিধা দিয়ে আসছে।

২। কার্যাবলির সমন্বয়সাধনে সহায়তা: বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নে সংশি-ষ্ট সকল কার্যাবলির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন ইপিবি এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩। কার্যাবলির নিয়ন্ত্রনে সহায়তা: সরকারি রপ্তানি নীতি বাস্ড়বায়িত হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং প্রয়োজনে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সহায়তা করে থাকে।

৪। রপ্তানি নীতি প্রণয়নে সহায়তা: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের রপ্তানি ব্যবসায় পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য রপ্তানি নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা করে আসছে।

৫। পণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণে সহায়তা: দেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের গুণগতমান রক্ষা এবং বৈচিত্র্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালানোর মাধ্যমে বিভিন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা এবং আইএসও অনুসারে পণ্যের মান সংরক্ষণে সহায়তা করা রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর অন্যতম উদ্দেশ্য।

৬। উদ্দীপনামূলক সহায়তা: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি ও উন্নয়নে বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উদ্দীপনামূলক সহায়তা প্রদান করে থাকে। যেমন-রপ্তানি শুল্ক হ্রাসকরণ, সুদবিহীন ঋণ প্রদান ইত্যাদি।

৭। গবেষণা, জরিপ ও তথ্য সরবরাহ সহায়তা: বাংলাদেশে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণকল্পে বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপ কার্য পরিচালনা করে। উক্ত গবেষণার ফলাফল রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানাকে এবং সরকারকে প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যে ভূমিকা রাখে।

৮। পরামর্শমূলক সহায়তা: রপ্তানির বিভিন্ন বিষয়ের উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। এ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ৪৪ জন।

৯। মেলা ও প্রদর্শনীতে সহায়তা: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অন্যতম কাজ হচ্ছে দেশিয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রদর্শনী ও মেলার ব্যবস্থা করা। এর মাধ্যমে বিদেশী ক্রেতাদেরকে আমাদের পণ্য সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করানো যায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে দেশিয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

১০। বাজার অনুসন্ধানমূলক সহায়তা: নতুন পণ্য উন্নয়ন কার্যাবলি ও বাজার জরিপ সংক্রান্ত কাজের নীতিমালা তৈরির মাধ্যমে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো রপ্তানিযোগ্য পণ্যের নতুন বাজার অনুসন্ধান করে থাকে।

১১। তথ্যমূলক সহায়তা: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশীয় রপ্তানিকারক ও বিদেশী গ্রাহকদেরকে তথ্য সেবা প্রদান করে থাকে।

সুতরাং দেখা যায়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সার্বিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্নভাবে সরকারকে এবং রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দান করে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	জাতীয়করণকৃত শিল্পে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কী ভূমিকা পালন করে? ৫টি বাক্যে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- ১৯৭৮ সালে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুন:গঠিত করা হয়।
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর প্রধান কার্যালয় ঢাকার কাওরান বাজারের টিসিবি ভবনে।
- গবেষণা, জরিপ ও তথ্য সরবরাহে সহায়তা করে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ব্যবসায় বাণিজ্যে সহায়তা দান করে আসছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কত সালে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনর্গঠিত করা হয়?

ক) ১৯৭৬ খ) ১৯৭৭

গ) ১৯৭৮ ঘ) ১৯৮০

২। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত?

ক) ঢাকা খ) কুমিল্লা

গ) রাজশাহী ঘ) যশোর

পাঠ-৯.৯ ব্যবসায়ে সহায়তাদানকারী আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যবসায়ে সহায়তাদানকারী আঞ্চলিক সংস্থা সাপটা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- আঞ্চলিক সংস্থা আশিয়ান হতে প্রাপ্ত সহায়তাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিমসটেক এর সহায়তার ধরন বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ে সহায়তাদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রদত্ত সহায়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	সাপটা, আশিয়ান, বিমসটেক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা

ব্যবসায়ে সহায়তাদানকারী আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা

একজন ব্যবসায়ি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকেও ব্যবসা করার জন্য সহায়তা পেয়ে থাকেন। এদের মধ্যে রয়েছে সাপটা, আশিয়ান, বিমসটেক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইত্যাদি। নিম্নে এসব সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

সাপটা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

SAPTA (সাপটা) এর পূর্ণরূপ হল SAARC Preferential Trade Agreement. ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভূটান, মালদ্বীপসহ দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশ আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যে এটি গঠন করে। ঢাকার প্রথম সম্মেলনে SAPTA গঠনের বিষয়ে ঐকমত্য হয়। ১৯৯৩ সালে ঢাকায় সপ্তম বৈঠকে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার শুল্ক বিষয়ক সমস্যা দূরীকরণ, আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য উদারীকরণ এবং শুল্ক রেয়াতের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নই এ চুক্তির মূল লক্ষ্য। ১৯৯৫ সালের ৭ ডিসেম্বর হতে সাপটা চুক্তি বাস্তবায়িত হয়। এ চুক্তির ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য উদারীকরণ করা হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। ২০০৭ সাল আফগানিস্তান সার্কের সদস্য হয়ে সাপটা চুক্তির অন্তর্ভূক্ত হয়। নিম্নে সদস্য রাষ্ট্রগুলো সাপটা থেকে কীভাবে সহায়তা পায়, তা আলোচনা করা হলো:

১। বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণে সহায়তা: সাপটায় সার্কভুক্ত দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের মোট পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশের মতো বাণিজ্য ঘাটতির দেশগুলোর ঘাটতি দূর করার একটা দৃঢ় আশ্বাস বহন করছে। 'সাফটা' তথা মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গড়ে তোলার মাধ্যমে সে আশ্বাসকে বাস্তবে রূপ দেয়া যাবে।

২। আন্তঃ বাণিজ্য বৃদ্ধিকরণে সহায়তা: সার্ক পৃথিবীর সর্বাধিক জনবহুল আঞ্চলিক জোট। পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি জনগোষ্ঠী বাস করে সার্কভুক্ত দেশগুলোতে। তাই সাফটা হলে সার্কভুক্ত দেশসমূহের আন্তঃ বাণিজ্যের পরিমাণের পাশাপাশি স্বল্পোন্নত দেশসমূহের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির পথও উন্মুক্ত হবে।

৩। শুল্কজনিত বাধা দূরীকরণের সহায়তা: এই চুক্তির আওতায় কতকগুলো নির্ধারিত পণ্যের ক্ষেত্রে ট্যারিফ, ননট্যারিফ এবং প্যারা ট্যারিফ সংক্রান্ত বাধাসমূহ প্রত্যাহারের ব্যবস্থা থাকবে। এটা হবে পণ্যভিত্তিক শুল্ক রেয়াত সুবিধা বহির্ভূত অতিরিক্ত সুবিধা। এক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে বা সেক্টরভিত্তিক পণ্য চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে।

৪। বাণিজ্য বহুমুখীকরণে সহায়তা: মুক্ত বাণিজ্য এলাকা নব নব বাণিজ্য সৃষ্টি করে এবং বাণিজ্যকে বহুমুখী করে তোলে। সাপটা হলে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা সংশি- ষ্ট দেশগুলোতে বৃহত্তর অভ্যন্ড়রীণ বানিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হবে- ফলে দ্রব্যমূল্য জনসাধারণের ক্রয়ক্ষতার মধ্যে আসবে।

৫। বাণিজ্যিক বৈষম্য দূর: সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার আন্ড়ঃদেশিয় বাণিজ্যে বৈষম্য থাকলে তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দুর করে নেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়। তাই স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশগুলোর বাণিজ্যিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সাপটা কাজ করছে।

৬। সমস্বার্থ প্রতিষ্ঠা: সার্কভুক্ত ৮টি রাষ্ট্র পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষায় কাজ করার বিষয়ে অঙ্গীকার করে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি দেশের স্বার্থ যেন ক্ষুন্ন না হয়, সে লক্ষ্যে অন্য দেশসমূহ সজাগ থেকে তাদের কার্য পরিচালনা করার সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করে।

৭। প্রযুক্তি হস্ড়ান্ড়রে সহায়তা: সাপটা পুরোপুরি কার্যকরী হলে সদস্যভুক্ত সকল দেশ অভিন্ন বাজারে পরিণত হবে। এতে সহজেই এক দেশের প্রযুক্তি অন্য দেশে হস্ড়ান্ড়রিত হবে।

৮। টেকসই উন্নয়নের সহায়তা: সাপটা বাস্ড়বায়নের ফলে স্ব স্ব দেশের স্বার্থে টেকসই উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হবে।

৯। সমন্বিত হারে শুল্ক রেয়াত সহায়তা: সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের আর একটি গুর"ত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো সমষ্টিক বা সমন্বিত হারে শুল্ক রেয়াতের ব্যবস্থা। এ ধরনের রেয়াত বা শুল্ক হ্রাস তালিকাভুক্ত সর্বপ্রকার পণ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

১০। দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা: সাপটা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে কতিপয় বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশসহ এসব দেশ এসব সুবিধা যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে পারলে দেশের অর্থনীতির চেহারায় ইতিবাচক রূপান্ড়রের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ অগ্রগতি অর্জন করতে পারবে।

আশিয়ান হতে প্রাপ্ত সহায়তাসমূহ

ASEAN (আশিয়ান)এর পূর্ণরূপ হলো Association of South-East Asian Nations। ১৯৬৭ সালে ৮ আগস্ট থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ড- এ পাঁচটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে আসিয়ান গঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে এক সম্মেলনে এ পাঁচটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণ আশিয়ান সম্পর্কিত লিখিত দলিল স্বাক্ষর করেন।

১৯৮৪ সালে ব্রুনাই ষষ্ঠ, ১৯৯৫ সালে ভিয়েতনাম সপ্তম, ১৯৯৭ সালে লাওস ও মায়ানমার অষ্টম ও নবম এবং ১৯৯৯ সালে কম্বোডিয়া দশম সদস্য হিসেবে আশিয়ান-এ যোগ দেয়। আশিয়ান-এর সদর দপ্তর ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অবস্থিত। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যে শুল্ক হ্রাস করে মুক্ত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

১। নৈকট্য লাভে সহায়তা: পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনতে চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

২। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহায়তা: অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সম্ভাব্য সাহায্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আশিয়ান গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩। অবাধ বাণিজ্য গঠনে সহায়তা: সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অবাধ বাণিজ্যাঞ্চল গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সংস্থাটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৪। আঞ্চলিক পরিবেশ গঠনে সহায়তা: আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও শান্ড়িপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সর্বপ্রকার মতপার্থক্য দূর করে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা ASEAN-এর একটি অন্যতম কাজ।

৫। বিবাদ দূরীকরণে সহায়তা: সদস্য দেশসমূহের মধ্যে সব ধরনের উন্নয়নমূলক বিষয়াদি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা এবং সকল উন্নয়নে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে আশিয়ান গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোন বিবাদ থাকলেও তা দুরীকরণে সহায়তা করে।

৬। পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সহায়তা: সর্বোপরি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সদস্য দেশগুলোর ভূমিকা নির্ধারণ করার ব্যাপারে আশিয়ান সদস্য দেশগুলোকে সহায়তা করে।

৭। শুল্ক ও প্রতিবন্ধকতা হ্রাসকরণে সহায়তা: আসিয়ান সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অবাধ বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য শুল্ক হ্রাস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

৮। আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা: যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আসিয়ান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৯। প্রযুক্তি উন্নয়নে সহায়তা: সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আসিয়ান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে ।

১০। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহনে সহায়তা: সদস্য দেশগুলোর সর্বপ্রকার সমস্যাদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে আলোচনা করা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শীর্ষ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বিমসটেক থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

BIMSTEC (বিমসটেক)এর পূর্ণরূপ হল Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Co-operation। বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬ জুন, ১৯৯৭ বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ডকে নিয়ে এ সংস্থা গঠিত হয়। গঠনকালীন সংস্থাটির নামকরণ করা হয় Bangladesh-India-Srilanka-Thailand Economic Co-operation বা (BISTEC)। একই বছর ডিসেম্বরে মিয়ানমার এ সংস্থায় যোগ দিলে M যোগ করে নতুন নাম হয় BIMSTEC.

২০০৪ সালে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে নেপাল এবং ভুটান এ সংস্থায় যোগ দেয়। ফলে বিমসটেকের নাম বার বার পরিবর্তন হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ৩১ জুলাই, ২০০৪ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের Ministry of Foreign Affairs কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন। সম্মেলনে এ সংস্থার নাম পরিবর্তন না করে নামের অর্থের পরিবর্তন করা হয়। পাঁচটি দেশের আদ্যক্ষরের পরিবর্তে নতুন নামকরণ করা হয়।

১। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সহায়তা: বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জনগণের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার জন্য পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়, সম্পদগুলোকে একত্রিত করা এবং প্রচেষ্টাগুলোকে সমন্বিত করা প্রয়োজন। বিমসটেক জোটে সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশ ছাড়াও রয়েছে থাইল্যান্ড ও মিয়ানমারের মতো দেশ, যা বিমসটেক এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।

২। প্রযুক্তি খাতে সহায়তা: বিমসটেকের ৬টি সহযোগিতা খাতের মধ্যে প্রযুক্তি খাতটি অন্যতম। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্র যথেষ্ট অগ্রসর। এর ফলে তাদের বৈষয়িক অগ্রগতিও আশাতীত। এই বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখে বিমসটেক প্রযুক্তিকে দুটি উপখাতে ভাগ করেছে এবং উপখাত দুটির দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। উপখাত দুটি হলো: ক) প্রযুক্তি হস্তান্তর খ) তথ্যপ্রযুক্তি সামগ্রী ও পরিসেবা।

৩। শক্তি খাতে সহায়তা: বিমসটেকভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যথেষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, পাথর প্রভৃতি যথেষ্ট রয়েছে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে সহায়তা: বিমসটেকভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়।

৫। পর্যটন খাতে সহায়তা: পর্যটনের বিকাশের মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার আর্থ-সামাজিক উন্নতকরণের ক্ষেত্রে যে ধরণের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন বিমসটেকের মাধ্যমে তা পাওয়া সম্ভব হয়।

৬। মৎস্য ও কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা: বিমসটেক মৎস্য ও কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে এবং আঞ্চলিক সহায়তার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে।

৭। গণস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা: গণস্বাস্থ্যের উন্নয়নে বিমসটেক আঞ্চলিকভাবে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনে প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদন করে থাকে।

৮। পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা: ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নতকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিমসটেকের মাধ্যমে আঞ্চলিকভাবে সহায়তা পাওয়া যায়।

৯। সাংস্কৃতিকভাবে সহায়তা: একটি দেশের সাথে আরেকটি দেশের সম্পর্কের উন্নয়নে সাংস্কৃতিক বিষয়ের আদান প্রদান একটি গুর"ত্বপূর্ণ বিষয়। বিমসটেক এই সাংস্কৃতিক বিষয়ের আদান প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে।

১০। সন্ত্রাস ও আন্ড়র্জাতিক অপরাধ দমনে সহায়তা: সন্ত্রাস ও আন্ড়র্জাতিক অপরাধ দমনে আঞ্চলিকভাবে বিমসটেক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলো উপকৃত হয়ে থাকে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

WTO (ডবি উটিও) এর পূর্ণরূপ হল World Trade Organization । ১৯৪৪ সালে ব্রিটন উড্স কনফারেন্সে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর সাথে আন্ড়র্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা বা International Trade Organization (ITO) গঠনের প্রস্ড়াব করা হয়। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ প্রতিষ্ঠা লাভ করে মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন না পাওয়ার কারণে আইটিও গঠনে প্রস্ড়াব বাস্ড়বায়িত হয় নি। আইটিও বাস্ড়বায়িত না হওয়ায় আইটিও এর পরিবর্তে ১৯৪৭ সালে জেনেভায় বিশ্বের ২৩টি দেশের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৪৭ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বৈঠকটি ছিল GATT এর প্রথম সভা বা বৈঠক। GATT এর সভায় বা বৈঠককে Round হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৪৭ সালের জেনেভা Round থেকে এ পর্যন্ড় GATT এর আটটি Round বা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে এর সদস্য ২৩ হলেও পরবর্তীতে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩২এ উন্নীত হয়। ১৯৮৬ সালে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে উর"গুয়েতে শুর" হয় GATT এর সবচেয়ে দীর্ঘ ও অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ রাউন্ড। এ রাউন্ডের উত্তরসূরি হিসেবে ১৯৯৫ সালে ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। ২০১৪ সাল পর্যন্ড় এ সংস্থার সদস্য সংখ্যা দাড়ায় ১৬০।

১। চুক্তি সম্পাদন ও বাস্ড়বায়নে সহায়তা দান: বিভিন্ন জাতি ও সংস্থার মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনে সহায়ক পরিবেশ গঠন এবং সহায়তা করা ডবি উ টি ও -এর অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়াও চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদন ও বাস্ড়বায়নেও এটি গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২। আন্ড়র্জাতিক বাজারে প্রবেশে সহায়তা: জাতীয়তা নির্বিশেষে যেকোনো দেশকে আন্ড়র্জাতিক বাজারে প্রবেশ ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনে সহায়তা করে ডবি- উ টি ও তার ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করে আসছে।

৩। বাণিজ্য নীতিমালা প্রণয়ন: অবাধ বাণিজ্য পরিচালনায় ডবি–উ টি ও নিজস্ব আইন প্রণয়ন করে থাকে। তাছাড়া চুক্তি সম্পাদনে বিভিন্ন দেশের ও আন্ড়র্জাতিক বাণিজ্য আইনের সহায়ক নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করে।

৪। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে সহায়তা: বিশ্বব্যাপী অবাধ ও প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আন্ড়র্জাতিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান ট্যারিফ, কোটা ও অন্যান্য বিধিনিষেধ অপসারণে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করার ক্ষেত্রে ডবি- উ টি ও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৫। মধ্যস্থতাকরণে সহায়তা: এটি বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি প্রণয়ন এবং দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা নিরসনে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে। মধ্যস্থতা করার লক্ষ্যে ডবি- উ টি ও একটি পৃথক কাউন্সিল গঠন ও এর মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্যে মধ্যস্থতা করছে।

৬। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা: বিশ্বব্যাপী তুলনামূলক ব্যয় সুবিধার ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদনপূর্বক তা অবাধে বিক্রয় করে বিশ্বব্যাপী মানুষকে তুলনামূলক স্বল্পমূল্যে পণ্যসামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭। বাণিজ্য নীতিমালা পুনঃপ্রবর্তনে সহায়তা দান: ডবি–উ টি ও নিজস্ব বাণিজ্য নীতিমালা প্রণয়ন করে। তাছাড়া বিভিন্ন দেশ, জাতি ও সংস্থার বাণিজ্যিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নে ডবি- উ টি ও বিশেষভাবে সহায়তা দিয়ে থাকে।

৮। পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা: বিশ্বব্যাপী উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ডবি- উ টি ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৯। আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়: ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সহায়তাদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে কাজ করে। তাছাড়া চুক্তি মোতাবেক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য অর্জনেও ডবি- উ টি ও ব্যাপক অবদান রাখছে।

১০। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারে সহায়তা: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বা দেশের অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে ডবি–উ টি ও।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সের উদ্যোগে বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি এবং ফ্রান্স এই ছয়টি দেশ মিলে ইউরোপীয় কয়লা এবং স্টীল কমিউনিটি (ECSC) গঠন করে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ড় ইউরোপ পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যেই এই কমিউনিটি গঠন করা হয়। অতঃপর আরও বৃহত্তর স্বার্থে ১৯৫৭ সালে ২৫ মার্চ এসকল দেশ রোমে মিলিত হয়ে এক ঐতিহাসিক চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপিয় অর্থনৈতিক সংঘ বা European Economic Community (EEC) এবং ইউরোপিয় এ্যাটমিক এনার্জি সংঘ বা European Atomic Energy Community (EAEC) নামে দুইটি সংস্থা গঠন করে। এই দুইটি সংস্থা ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারি হতে কার্যক্রম শুর" করে যা বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নামে পরিচিত। এর বর্তমান সদস্য দেশ ২৮টি।

১। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা: আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্যতা, ঐক্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখার নিমিত্তে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এ সংস্থাটি।

২। অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা: ইউরোপীয় ইউনিয়ন সদস্য দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করে।

৩। অভিন্ন মুদ্রা প্রচলনে সহায়তা: আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইউরোপীয় দেশসমূহের বাণিজ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে একক বাজার এবং ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারিতে একক মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

৪। বাণিজ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণে সহায়তা: সদস্য দেশগুলি সবার জন্য একই হারে বর্হিশুল্ক হার প্রবর্তন করে সমান বাণিজ্য সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করে।

৫। উন্নত বাজার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা: ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থার প্রবর্তন নিরাপদ ও ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করে এ সংস্থা সদস্য দেশগুলোর বাজার ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ভূমিকা পালন করে।

৬। আন্তর্জাতিক সংকট নিরসনে সহায়তা: আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন অধিভুক্ত নয় এমন দেশসমূহকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংকট নিরসনে সহায়তা প্রদান করে।

৭। জনশক্তির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণে সহায়তা: সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পণ্য বা সেবা, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ও জনশক্তির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করে।

৮। উন্নয়ন কার্যসম্পাদনে সহায়তা: সার্বিকভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের পথে সকল বাধা অপসারণ করে আইন বজায় রাখে ও উন্নয়ন কার্য সম্পাদন করে।

৯। মতপার্থক্য নিরসনে সহায়তা: পারস্পরিক রাজনৈতিক মতপার্থক্য নিরসন করে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ সংস্থা কাজ করে।

১০। বিবিধক্ষেত্রে সহায়তা: সদস্য দেশগুলো কৃষি, মৎস্য, খাদ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, বাণিজ্য, ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনগত ও আর্থিক সহায়তা করে ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	SAFTA, ASEAN, BIMSTEC ও WTO এর পূর্ণরূপ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- ১৯৯৫ সালের ৭ ডিসেম্বর হতে সাপটা চুক্তি বাস্ড়বায়িত হয়।
- আশিয়ান এর সদর দপ্তর ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অবস্থিত।
- ৬ জুন, ১৯৯৭ বিমসটেক গঠিত হয়।
- ১৯৯৫ সালে ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা।
- ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারিতে একক মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একক মুদ্রা প্রচলনে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সাপটা চুক্তিতে কতটি দেশ স্বাক্ষর করে?
ক) ৫টি খ) ৬টি
গ) ৭টি ঘ) ৮টি

২। সার্কের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র কোন্‌টি?
ক) বাংলাদেশ খ) আফগানিস্তান
গ) ভারত ঘ) নেপাল

৩। সাপটা চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?
ক) ১৯৯০ সাল খ) ১৯৯১ সাল
গ) ১৯৯২ সাল ঘ) ১৯৯৫ সাল

৪। আসিয়ানের সদস্য সংখ্যা কত?
ক) ৭টি খ) ৮টি
গ) ৯টি ঘ) ১০টি

৫। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৯৫ খ) ১৯৯৬
গ) ১৯৯৭ ঘ) ১৯৯৮

৬। কোন সংস্থাটি অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন করেছে?
ক) সার্ক খ) আসিয়ান
গ) ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘ) বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা

৭। কোনটি 'ইউরো' মুদ্রা প্রচলন করেছে?
ক) সার্ক খ) আসিয়ান
গ) ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘ) বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা

৮। বিমসটেক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৯৫ সাল খ) ১৯৯৬ সাল
গ) ১৯৯৭ সাল ঘ) ১৯৯৮ সাল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

সোহেল তার লেখাপড়া শেষ করেছে। এখন সে ব্যবসা শুর্
র কথা ভাবছে। ব্যবসায় করতে অনেক টাকা দরকার। সোহেলের খুব বেশি টাকা নেই। এমন সময় তার গ্রামের এক বড় ভাই তাকে পরামর্শ দিলেন সোনালী ব্যাংক থেকে ব্যবসার জন্য ঋণ নিতে। বড় ভাইয়ের পরামর্শে সোহেল সোনালী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তার ব্যবসা শুর্ করল।

ক) বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ নারী?

খ) নারীরা কীভাবে শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন? ব্যাখ্যা করুন।

গ) উদ্দীপকে সোহেলের ব্যবসা শুর্ করতে সোনালী ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) সহায়ক সেবা হিসেবে উদ্দীপকে উল্লেখিত সোনালী ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম কথাটির তাৎপর্য মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

বাবা মারা যাওয়ার পর ফাহাদ-কে সংসারের হাল ধরতে নানান কাজ করতে হয়েছে। চাকরিও করেছিল কয়েক মাস। এরপর এক বন্ধুর পরামর্শে চাকরি ছেড়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পোল্ট্রি, হ্যাচারি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিল। এরপর কর্মসংস্থান ব্যাংক ও বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছে। সংশি- ষ্ট সরকারি কর্মকর্তাগণ তাকে সহযোগিতা করেন। সে এখন সফল পোল্ট্রি ব্যবসায়ী।

ক) সমর্থনমূলক সেবা কী?

খ) বেসরকারী সংস্থা বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করুন।

গ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ফাহাদ কোন ধরনের সহায়ক সেবা পেয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) ফাহাদের সফল পোল্ট্রি ব্যবসায়ী হওয়ার পিছনে ব্যবসায় সহায়ক সেবা ভূমিকা রেখেছে- আপনি কি এ মত সমর্থন করেন? মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১ ঃ ১। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২ ঃ ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩ ঃ ১। খ ২। খ ৩। ক ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪ ঃ ১। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫ ঃ ১। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬ ঃ ১। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৭ ঃ ১। ক ২। ক ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৮ ঃ ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৯ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। ক ৬। গ ৭। গ ৮। গ